www.AmarIslam.com

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

রিসালা নং: ৭৯

সংশোধিত

বৃদ্ধ পূজারী

- পৃথিবীর করুণ অবস্থা
- ইসলামের প্রতি আহ্বানের সূচনা
- হেরা গুহায় ইবাদত
- মুসলমান হয়েই নেকীর দাওয়াতের উৎসব
- নখ কাটার ৯টি মাদানী ফুল

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

مكتبة المدينة
MAKTABA TUL MADINAH

www.AmarIslam.com

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দোআ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোআটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোআটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

বৃদ্ধ পূজারী[১]

শয়তান লাখো অলসতা প্রদান করবে, তবুও আপনি এ রিসালা সম্পূর্ণ পড়ে নিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুনিয়া ও আখিরাতের অগণিত কল্যাণ অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রহমান বিন আউফ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, একদা **মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাহিরে তাশরীফ নিলেন, তখন আমিও পেছনে চললাম। **নবী করিম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং সিজদায় তাশরীফ নিলেন। সিজদাকে এত বেশী লম্বা করলেন যে, আমার আশংকা হল **আল্লাহ তাআলা** কোন রূহ মোবারককে কব্‌জ করে নিলেন কিনা। এমনকি আমি কাছে গিয়ে মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগলাম। যখন মাথা মুবারক উঠালেন তখন ইরশাদ করলেন: “হে আবদুর রহমান! কি হয়েছে? আমি নিজের আশংকা প্রকাশ করলাম,

---

[১] এই বয়ানটি আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه পহেলা রবিউন নূর শরীফ (১৪৩০ হিঃ) তাবলিগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপি অরাজনৈতিক সংগঠন **দা’ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায **ফয়যানে মদীনা** (বাবুল মদীনা) করাচীতে অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থাপন করেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন সহকারে পেশ করা হল।

- **মজলিশে মাকতাবাতুল মদীনা**

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

তখন তিনি ইরশাদ করলেন: জিব্রাঈল আমীন আমাকে বলল; **আপনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এ কথা খুশি করবে না যে, **আল্লাহ তাআলা** ইরশাদ করেন: "যে আপনার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে, আমি তার উপর রহমত নাযিল করব এবং যে আপনার উপর সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার উপর নিরাপত্তা নাযিল করব।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ১ম খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬৬২, দারুল ফিকর, বৈরুত)

যামানে ওয়ালে ছতায়ে, দুরূদে পাক পড়হো,
যাহাকে গম জু রুলায়ে, দুরূদে পাক পড়হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আরববাসীদের ধর্ম এমনিতে ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর ধর্ম ছিল, কিন্তু তার প্রকৃত রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা হয়েছিল। তাওহীদের জায়গায় শিরক এবং এক আল্লাহর ইবাদতের স্থানে মূর্তি পূজাকে গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে কিছু লোকতো মূর্তিকে তাদের খোদা মনে করত আবার অনেকে গাছগুলোকে, চাঁদকে, সূর্যকে, তারকাগুলোকে পূজা করত এবং কিছু কাফির ফিরিশতাদেরকে খোদার মেয়ে সাব্যস্ত করে তাদের পূজায় লিপ্ত থাকত। চরিত্রের অধঃপতনের ধরণ এটা ছিল যে, দিনে ও রাতে মদ্যপান, জুয়াখেলা, ব্যভিচার এবং হত্যা, যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে লিপ্ত থাকত। তাদের হৃদয়ের পাষন্ডতা সম্পর্কে এ কথা থেকে ভালভাবে অনুমান করা যায় যে, মেয়ে সন্তান জন্ম হতেই জীবন্ত দাফন করা হত এবং অনেক সময় মানুষদেরকে জবেহ করে, তাদেরকে মূর্তির উপর এভাবে উপহার স্বরূপ পেশ করত। তাদের হিংস্রতার ধরণ কিছুটা এ রকম ছিল যে, নির্দিষ্ট সময়ে উপহার উৎসর্গ করার জন্য কোন সাদা উট কিংবা মানুষকে নেয়া হত, অতঃপর তাদের পবিত্র স্থানের চারপাশে গান গেয়ে তিনবার তাওয়াফ করত।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

তারপর গোত্রের সরদার কিংবা **বৃদ্ধ পূজারী** অত্যন্ত আনন্দ সহকারে ঐ উপঢৌকন (তথা মানুষ কিংবা উট যেটাই হোক) এর উপর প্রথমে আঘাত করত এবং তার কিছু রক্ত পান করত। এরপর উপস্থিত লোকেরা ঐ সাদা উট কিংবা মানুষের উপর ঝাপিয়ে পড়ত এবং তার মাংসকে টুকরো টুকরো করে কাঁচা কাঁচা খেয়ে ফেলত। মোটকথা, আরবে সর্ব প্রকার হিংস্রতা ও বর্বরতার শাসনকাল ছিল। যুদ্ধের মধ্যে মানুষকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়া, মেয়েদের পেট ছিঁড়ে ফেলা, বাচ্চাদের জবাই করা, তাদেরকে ভল্লমের উপর ছুঁড়ে দেয়া তাদের নিকট দোষণীয় ছিল না।

পৃথিবীর করুণ অবস্থা

এ অবস্থা শুধু আরবের সাথে নির্দিষ্ট ছিল না, বরং প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। এমনকি অধিকাংশ ইরানীরা আগুনের পূজা করত এবং নিজ মায়ের সাথে মিলন করতে ব্যস্ত ছিল। অধিকাংশ তুরস্কবাসীরা রাত-দিন গ্রাম সমূহকে ধ্বংস করা এবং লুঠপাটে লিপ্ত ছিল এবং মূর্তি পূজা ও লোকদের উপর অত্যাচার নির্যাতন করা তাদের অভ্যাস ছিল। হিন্দুস্থানের অধিকাংশ লোক মূর্তি পূজা এবং নিজেকে আগুনে জ্বালানো ব্যতীত কিছুই জানত না। এভাবে চতুর্দিকে কুফরী ও অত্যাচারের মেঘ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল। কাফির লোক পশু থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এমনি সময়-

প্রিয় নবী ﷺ এর শুভাগমণ হয়ে গেল

বিশ্বব্যাপী এই অন্ধকারের মধ্যে **নূরের পায়কর, সমস্ত নবীগণের সরদার, উভয় জাহানের মালিক ও মুখতার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমগ্র পৃথিবীর জন্য হেদায়েতকারী ও দিশারী হয়ে আসহাবে ফিল (হস্তী বাহিনীর), ঘটনার ৫৫ দিন পর-

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

১২ রবিউন নূর মোতাবেক ২০ শে এপ্রিল ৫৭১ সালে[২] সোমবার সোবহে সাদিকের সময় এখনো আকাশে কিছু তারকা মিটমিট করছিল। চাঁদের মত চেহারা চমকিয়ে, কস্তুরির সুগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে, খত্না সম্পন্ন নাভী মোবারক কাঁটা অবস্থায়, দুই কাঁধ মোবারকের মাঝখানে মোহরে নবুওয়াত দীপ্তিমান, দু'চোখ মোবারকে সুরমা লাগানো, পবিত্র শরীর, দুই হাত জমিনের উপর রেখে, মাথা মোবারক আসমানের দিকে উঠিয়ে পৃথিবীতে তাশরীফ আনেন।

(মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া লিল কুস্তলানী, ১ম খন্ড, ৬৬-৭৫ পৃষ্ঠা, অন্যান্য, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রবিউল আউয়াল উমিদো কি সাত লে আয়া,
দোআও কি কবুলিয়ত কো হাতো হাত লে আয়া।
খোদানে না খোদাই কি খুদ ইনসানী সফীনে কি,
কেহ রহমত বন কে ছায়ি বারবী শব ইস মাহিনে কি।
জাহা মে জশনে ছুবহে ঈদ কা সামান হুতা থা,
ওদর শয়তান তানহা আপনি না কামি পে রুথা।
সদা হাতিফ নে দি আয় সাকে নানে খিত্তায়ে হাসতি,
হুয়ী জাতি হে পির আবাদ ইয়ে ওজড়ি হুয়ে বসতি।
মোবারকবাদ হে উনকে লিয়ে জু জুলম সাহতে হে,
কেহি জিনকো আমাঁ মিলতে নেহি বরবাদ রেহতে হে।
মোবারকবাদ বেওয়াঁয়ো কি হাসরাত যা নেগাহো কো,
আছর বকশা গিয়া নালো কো ফরয়াদো কো আহো কো।
দায়িফো বেকছু আফত নসীবো কো মুবারক হো,
ইয়াতীমো কো গোলামো কো গরীবো কো মোবারক হো।
মোবারক ঠোকারে খা-খা কে পায়হাম গেরনে ওয়ালো কো,
মোবারক দাশত গুরবত মে ভাটাকতে ফিরনে ওয়ালো কো।
মোবারক হো কে দওরে রাহাত ও আরাম আ-পৌছা,
নাজাতে দায়েমী কি শেকল মে ইসলাম আ-পৌছা।

---

[২] বিস্তারিত জানার জন্য ফতোওয়ায়ে রযবীয়া নতুন সংস্করন ২৬তম খন্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা লক্ষ্য করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

মোবারক হো কে খাতামুল মুরসালীন তাশরীফ লে আয়ী,
জনাবে রহমাতুল্লিল আলামীন তাশরীফ লে আয়ী।
বাছাদ আনদাযে ইয়াক তায়ী বাগায়াত শানে যিবায়ী,
আঁমী বন কর আমানাত আমেনা কি গুদ মে আয়ী।

পৃথিবীতে আগমন করতেই **রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাস্সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিজদা করেন। সে সময় ঠোঁট মোবারকে এ দোআ জারী ছিল رَبِّ هَبْلِىْ اُمَّتِىْ অর্থাৎ **হে আমার রব!** আমার উম্মত আমাকে দান করে দাও।

রব্বী হাবলী উম্মতী কেহতে হুয়ে পয়দা হুয়ে,
হক নে ফরমায়া কে বখশা আসসালাতু আস সালাম।

হেরা গুহায় ইবাদত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আরব বাসীদের অধিকাংশের মারাত্মক অবস্থা আপনারা শুনেছেন। এরকম হিংস্র জাতির মধ্যে থেকেও **আমাদের মক্কী মাদানী আক্বা, প্রিয় প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কোন খেলাধূলার বৈঠকে অংশ নেননি এবং **ছরওয়ারে কায়েনাত, শাহে মাওজুদাত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসীত জাতে পাক প্রত্যেক প্রকারের মন্দ গুণাবলী থেকে দূরে ছিল। **মক্কী মাদানী ছরকার, মাহবুবে গাফ্ফার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রশংসীত চরিত্র দ্বারা গুনান্বিত এবং সত্যবাদীতা ও আমানতে এ রকম সুপরিচিত হয়েছেন যে, স্বয়ং **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাতি, **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **"সাদিক ও আমীন"** তথা সত্যবাদী ও বিশ্বাসী উপাধি দ্বারা স্মরণ করত। **ছরকার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হেরা গুহায় (যা মক্কা মুকাররমা থেকে মীনা শরীফে যেতে বামদিকে পড়ে) অবস্থান করতেন এবং সেখানে অনেক অনেক দিন পর্যন্ত **আল্লাহর** ইবাদতে রত থাকতেন।

www.AmarIslam.com

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

নবুওয়াত প্রকাশ

ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বয়স শরীফ যখন ৪০ বছরে উপনীত হল। তখন **আল্লাহ তাআলা**র পক্ষ থেকে **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সম, রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুওয়াত প্রকাশের অনুমতি পান। নতুবা **ছরকারে নামদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো ঐ সময়েও নবী ছিলেন, যখন হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফীয়ুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সৃষ্টিও হয়নি। এমনকি **ছরকারে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে আরয করা হলে: مَتٰى كُنْتَ نَبِيًّا অর্থাৎ **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখন থেকে নবী? ইরশাদ করলেন: وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَد "অর্থাৎ (আমি তো ঐ সময়ও নবী ছিলাম যখন) আদম عَلَيْهِ السَّلَام রূহ ও শরীরের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন।"

(আল মুস্তাদরাক লিল হাকীম, ৩য় খন্ড, ৫০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪২৬৫, দারুল মারেফা, বৈরুত)

আদম কা পুতলা ন বানা তা, যব বি ওহ দুনিয়া মে নবী তে।
হে উন ছে আগাষ রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

প্রথম ওহী

২২ শে ফেব্রুয়ারী ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ মহান সময় আসল যখন **আল্লাহ তাআলার প্রিয় রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিয়ম অনুযায়ী হেরা গুহাকে আপন বরকত দ্বারা ধন্য করতেন। সে সময় হযরত সায়্যিদুনা জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام প্রথমবার এ আয়াতে পাক ওহী আকারে নিয়ে উপস্থিত হলেন:

www.AmarIslam.com

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الَّذِیۡ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾ خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ عَلَقٍ ۚ﴿۲﴾ اِقۡرَاۡ وَ رَبُّكَ الۡاَكۡرَمُ ۙ﴿۳﴾ الَّذِیۡ عَلَّمَ بِالۡقَلَمِ ۙ﴿۴﴾ عَلَّمَ الۡاِنۡسَانَ مَا لَمۡ یَعۡلَمۡ ؕ﴿۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: পড়ুন! আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন! আর আপনার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বড় দাতা। যিনি কলম দ্বারা লিখন শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতো না। (পারা-৩০, সূরা-আলাক, আয়াত-১-৫)

অতঃপর কিছুদিন পর এ আয়াতে পাক নাযিল হয়।

یٰۤاَیُّهَا الۡمُدَّثِّرُ ۙ﴿۱﴾ قُمۡ فَاَنۡذِرۡ ۪ۙ﴿۲﴾ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرۡ ۪ۙ﴿۳﴾ وَ ثِیَابَكَ فَطَهِّرۡ ۪ۙ﴿۴﴾ وَ الرُّجۡزَ فَاهۡجُرۡ ۪ۙ﴿۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে উপর আবরনী (চাদর) আবৃতকারী! দন্ডায়মান হয়ে যান, অতঃপর সতর্ক করুন। এবং আপন প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আর আপন পোশাক পবিত্র রাখুন এবং প্রতিমাগুলো থেকে দূরে থাকুন। (পারা-২৯, সূরা-আল মুদ্দাছির, আয়াত-১-৫)

ইসলামের প্রতি আহ্বানের সূচনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন এ আদেশ "قُمۡ فَاَنۡذِرۡ" অর্থাৎ দন্ডায়মান হয়ে যান এবং সতর্ক করুন, "থেকে **ছরকার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর মানুষকে **আল্লাহ তাআলা**র ভয় দেখান এবং তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো ফরয হয়েছিল।

www.AmarIslam.com

রাসুলুল্লাহ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

কিন্তু এখনও প্রকাশ্যে **আল্লাহ**র প্রতি মানুষকে আহ্বান করার আদেশ ছিল না। এজন্য **ছরকারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সে সময় বিশ্বস্ত লোকদের মধ্যে চুপে চুপে প্রচারের ধারাবাহিকতা শুরু করলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নেকীর দাওয়াতে কিছু সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা ঈমান আনেন। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ছেলেদের মধ্যে সর্বপ্রথম শেরে খোদা হযরত আলী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম উম্মুল মুমিনীন, খদিজাতুল কোবরা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا, আযাদকৃত গোলামদের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন হারেসা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আর গোলামদের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা বেলাল হাবশী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ঈমান এনেছিলেন।

মুসলমান হয়েই নেকীর দাওয়াতের উৎসব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ঈমান আনতেই নেকীর দাওয়াতের উৎসব উদযাপন শুরু করেন। তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ইনফিরাদী কৌশিশে এমন পাঁচজন হযরত ইসলাম গ্রহণ করেন, যাঁদের কে “বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের মধ্যে গণ্য করা হয়”। তাঁদের পবিত্র নাম সমূহ হল, ﴾১﴿ হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ, ﴾২﴿ হযরত সায়্যিদুনা সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ﴾৩﴿ হযরত সায়্যিদুনা তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ, ﴾৪﴿ হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রহমান বিন আউফ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ, ﴾৫﴿ হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর ইবনে আওয়াম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ। **“আশারায়ে মুবাশ্‌শারা”** এ দশ সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে বলা হয়, যাঁদেরকে আমাদের **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় থাকতে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন। আমার আক্বা আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

www.AmarIslam.com

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।"(কানযুল উম্মাল)

ওহ দশো জিন কো জান্নাত কা মুযদা মিলা,
উস্ মুবারক জামাআত পে লাখো সালাম।

হায়! আমরাও যদি নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী হতাম

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নেকীর দাওয়াতের প্রতি কি পরিমাণ প্রেরণা ছিল যে, **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দামানে আশ্রয় মিলতেই তাড়াতাড়ি অন্যদেরকেও **ছরকারে মুহতারাম, শফিয়ে উমম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ার দামনের সাথে সম্পর্কিত করার চেষ্টায় লেগে যেতেন। তাঁদের কত শক্তিশালী অনুভূতি ছিল, কত ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। হায়! আমাদের অন্তরেও যদি নেকীর দাওয়াতের গুরুত্ব জাগ্রত হয়ে যেত। (হায়! আমরা **আল্লাহ তাআলা**র নিয়ামতের প্রকাশস্থল জান্নাতের দিকে নিজের ঐ সহজ সরল ইসলামী ভাইদেরকেও নিয়ে চলার প্রবল চেষ্টা করতাম।) যারা গুনাহের অন্ধকার উপত্যকায় বিপথগামী রয়েছে। হায়! আমাদেরও যদি ইংরেজদের ফ্যাশনের আক্রমণে আবদ্ধ হওয়া মুসলমানদেরকে **মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় সুন্নাতের প্রতি আহ্বানের আগ্রহ নসীব হত। এ মাদানী কাজ অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত ব্যাপক করার এক কার্যকরী মাধ্যম **এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত**। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সপ্তাহে এক দিন নির্দিষ্ট করে দোকানে, ঘরে এবং অন্যান্য স্থানে নেকীর দাওয়াত পেশ করা হয়। কিছু ইসলামী ভাই সপ্তাহে দুইবার, তিনবারও বরং নিয়মিত দাওয়াত দেয় এবং **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিছু দিওয়ানা তো যখন দেখে একাকী নেকীর দাওয়াতের উৎসব পালন করে। আসুন একাকী নেকীর দাওয়াত দেওয়ার অর্থাৎ ইনফিরাদী কৌশিশ করা সম্পর্কিত এক ঈমান তাজাকারী মাদানী বাহার শ্রবণ করুন। যেমন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ** তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

এক হিরোইন সেবনকারীর ভয়ানক কাহিনী

বাবুল মদীনা করাচীর "কোরাঙ্গী" এলাকার এক ইসলামী ভাই শপথ সহকারে বর্ণনা করে, তার সারকথা আরজ করছি: তাবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কোরাঙ্গীতে সংগঠিত সর্বশেষ তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার ঘটনা। এরপর এ ইজতিমা মদীনাতুল আউলিয়া (মুলতান শরীফে) স্থানান্তরিত করা হয়। আমরা কিছু বন্ধু যথাক্রমে ইজতিমায় হাযির তো হয়েছি কিন্তু বয়ানের বরকত ত্যাগ করে রাতে ইজতিমার বাইরে একটি জায়গায় বসে সিগারেট পান এবং গল্প গুজবে ব্যস্ত ছিলাম, এর মধ্যে **জ্বীন, ভূতের হৃদয় কাঁপানো ঘটনাবলী**ও উঠল, যার কারণে কিছু ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হল। এর মধ্যে সবুজ আমামা/পাগড়ী বিশিষ্ট মধ্য বয়সের এক ইসলামী ভাই নিকটে এসে আমাদেরকে সালাম করলেন এবং বলতে লাগলেন, যদি অনুমতি পায় তবে কিছু আরয করব। আমরা বললাম: বলুন! তিনি বড় সহানুভূতির স্বরে বললেন: আপনাদের ইজতিমায় অংশগ্রহণের ধরণ দেখে আমার অতীত জীবন মনে পড়ে গেল। আমি চিন্তা করলাম যে, আমার আত্মকাহিনী বর্ণনা করব, হয়ত আপনাদের জন্য এতে কোন শিক্ষণীয় মাদানী ফুল মিলে যাবে। অতঃপর তিনি নিজের হিদায়তপূর্ণ কাহিনীর বর্ণনা করা শুরু করলেন। সর্বপ্রথম আমার সিগারেট পান করার অভ্যাস হয় এবং খারাপ বন্ধুদের সাহচর্যে আমাকে চারস এবং হিরোইনের মত ধ্বংসাত্মক নেশার অভ্যস্ত বানিয়ে দেয়। আহ! আমি ১৬ বছর পর্যন্ত নেশায় অভ্যস্ত ছিলাম। এটা বলতে তার আওয়াজ ভারী হয়ে গেল। কিন্তু বর্ণনা চালু রেখে বলল: আমার খারাপ অভ্যাসের কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। আমি ফুটপাতে ঘুমাতাম এবং ময়লার স্তুপ থেকে কিংবা ভিক্ষা চেয়ে খেতাম। আপনাদের হয়ত বিশ্বাস হবে না, আমি এক কাপড়ে ১৬ বছর অতিবাহিত করি।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

আমার অবস্থা সম্পূর্ণ একজন পাগলের মত হয়ে যায়। এক পবিত্র রাতের ঘটনা, সম্ভবত সেটা রমজানুল মুবারকের ২৭তম রাত ছিল। আমি দূর্ভাগা এ খারাপ অবস্থায় এক খারাপ গলীর কোণের মধ্যে ময়লার স্তুপের পাশে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ সালামের আওয়াজ শুনে, যখন চোখ মেলে দেখলাম, তখন আমার সামনে সবুজ পাগড়ী পরিহিত দুজন ইসলামী ভাই দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছেন, তারা খুব মুহাব্বত সহকারে আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। হয়ত জীবনে প্রথমবার কেউ আমাকে এত মুহাব্বত সহকারে সম্বোধন করল। তারপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে তারা শবে কদরের মহত্ব সম্পর্কিত খুব সুন্দর সুন্দর কথা বললেন। আমি তাদের মুহাব্বতের ধরন এবং সুন্দর চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়। আর তাদের অতি মিষ্ট প্রিয় মাদানী কথাবার্তা প্রভাবের তীর হয়ে আমার হৃদয়ে গেথে গেল। আমি তাদের সাথে মসজিদের দিকে চললাম। মসজিদের গোসলখানায় নিজের ময়লাযুক্ত পোষাক খুললাম এবং গোসল করে পরিস্কার কাপড় পরিধান করে ১৬ বছর পরে যখন প্রথমবার মসজিদে প্রবেশ করে নামাযের জন্য নিয়্যত বাঁধলাম তখন নিজের অশ্রু থামাতে পারছিলাম না। কেঁদে কেঁদে আমি নেশা এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলাম এবং দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ পরিবারের লোকেরা আমাকে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়। আমি কাদেরীয়া রযবীয়া সিলসিলায় অন্তর্ভূক্ত করে হুযুর গাওসে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মুরীদ হয়ে যায়। আমি নিয়্যত করলাম, যে কোন কিছুর বিনিময়ে নেশার অভ্যাস ছেড়ে দিব। এর জন্য আমাকে বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, কষ্টের কারণে আমি চিৎকার করতাম। করুণভাবে ছটপট করতাম। ঘরের অধিবাসীরা আমার এ অবস্থা দেখে কান্না করত। কিছু লোক পরামর্শ দিত, হিরোইনের এক অর্ধেক সিগারেট হলেও পান কর। কিন্তু আমি এ রকম করিনি, কেননা এভাবে তো আমি পুনরায় এই অশুভ কাজের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাব।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

বরং ঘরের অধিবাসীদের বলতাম, প্রয়োজনে আমাকে খাটের সাথে বেঁধে রাখিও। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আস্তে আস্তে ভাল হতে লাগল, আর নেশা থেকে আমার পরিপূর্ণ মুক্তি মিলে গেল এবং আমি আজ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক নগণ্য মুবাল্লিগ। তার শিক্ষণীয় কাহিনী শুনে আমরা সবাই অশ্রুসজল হয়ে গেলাম। আমরা পূর্ববর্তী গুনাহ থেকে তাওবা করি এবং দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। আমি এ বর্ণনা দেওয়ার সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বাবুল মদীনা করাচীর এক ডিভিশন মাদানী ইনআমাতের যিম্মাদার হয়ে নেকীর দাওয়াতের উৎসব উৎযাপন করার চেষ্টা করছি।

ছুড়ে বদ মসতিয়া ওর নশে বাযিয়া,
জামে উলফত পিয়ে কাফিলো মে চলো।
আয় শরাবী তো আ, আ জুওয়ারী তো আ,
ছব সুদরনে চলে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কুফরী মহলের মধ্যে ব্যাকুলতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ছরকারে মদীনা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিন বছর পর্যন্ত ইসলাম প্রচারের জন্য গোপনভাবে ইনফিরাদী কৌশিশ করেন। অতঃপর যখন **আল্লাহ তাআলা** এর হুকুমে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন এবং মূর্তি প্রতিমার তিরষ্কার করতে লাগলেন, তখন কাফির মহলের মধ্যে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হল। কুরাইশ নেতাগণ প্রতিনিধি হিসাবে **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচা আবু তালিব এর কাছে এসে নিজেদের অভিযোগ পেশ করে, আপনার ভাতিজা সাহেব আমাদের প্রভূদেরকে মন্দ বলার সাথে সাথে আমাদের বাপ দাদাকে পথভ্রষ্ট এবং আমাদেরকে বোকা বলে থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আপনি দয়া করে তাঁকে বুঝান, সে যেন এরকম না করে। যদি আপনি বুঝাতে না পারেন, তবে মাঝখান থেকে সরে যান, আমরা নিজেরাই তাঁকে বুঝিয়ে দিব। যদিও আবু তালিব ঈমান আনেনি কিন্তু নিজের ভাতিজা অর্থাৎ **সায়্যিদুনা মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাই কুরাইশ নেতাদেরকে নম্রতার সাথে বুঝিয়ে বিদায় দেন।

ডান হাতে সূর্য.........

ইসলামের দাওয়াতের ধারাবাহিকতা জোরে শোরে বহাল রইল, এমনকি কুরাইশ কাফিরদের মধ্যে **তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিরুদ্ধে হিংসা ও শত্রুতার আগুন আরো বেশী বেড়ে গেল, তারা পুনরায় প্রতিনিধি দল নিয়ে আবু তালিব এর নিকট আসল এবং ধমক দিয়ে বলতে লাগল। "আবু তালিব! আমরা তোমাকে বলেছিলাম, নিজের ভাতিজাকে বুঝিয়ে দাও, কিন্তু তুমি তাঁকে বুঝাওনি। আমরা নিজের প্রভূদের এবং বাপ দাদার অপমান সহ্য করতে পারব না। আমরা তোমাকে সম্মান করি। তুমি তাঁকে এখনি বাঁধা দাও। যদি বাঁধা দিতে না চাও, তাহলে তুমিও আমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি নাও, যাতে উভয়ের নামে একটি ফয়সালা হয়ে যায়।" এসব লোক ধমক দিয়ে চলে গেল। আবু তালিব **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ডেকে আরজ করল: "হে আমার প্রিয় ভাতিজা! গোত্রের লোকেরা আমাকে আপনার সম্বন্ধে এই অভিযোগ করেছে। দয়া করে এর থেকে বিরত থাকুন। আপনি নিজের উপর এবং আমার উপর দয়া করুন।" এটা শুনে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জবাবে ইরশাদ করলেন: "হে আমার চাচা! **আল্লাহর শপথ!** যদি ঐসব লোক আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদও এনে দেয়। তারপরও এ কাজ আমি কখনো ছাড়ব না, যতক্ষণ পর্যন্ত **আল্লাহ তাআলা** এ ইসলামকে বিজয়ী করে দিবেন অথবা আমি এই কাজে নিজের জান দিয়ে দিব।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।” (মিশকাত শরীফ)

অতঃপর **নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কান্না করলেন এবং ফিরে যেতে লাগলেন, তখন নিজের প্রিয় ভাতিজার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই (দৃঢ়) সংকল্পকে দেখে আবু তালিবের মনোবল আসল এবং ডেকে বলতে লাগলেন: “হে ভাতিজা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! খুব মন খুলে নিজের দ্বীনের প্রচার করুন। কুরাইশবাসীরা আপনার একটি চুলও বাকাঁ করতে পারবে না।” (আস সিরাতুন নববীয়্যাহ লি ইবনে হাশশাম, ১০৩-১০৪ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা চিন্তা করুন। **ছরকারে দোআলাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃঢ় সংকল্প কি পরিমাণ মজবুত ছিল। দুনিয়ার কোন শক্তি **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইসলামের দাওয়াত থেকে সরাতে পারেনি।

ওহ বিজলী কা কাড়কা তা ইয়া সওতে হাদী,
আরব কি যমী জিসনে সারে হেলা দি।

দুর্নাম করার ষড়যন্ত্র

কথিত আছে যে, কুরাইশবাসীরা এক বৈঠক করল যেটাতে এ কথার উপর একমত প্রকাশ করল যে, এখন হজ্বের সময় আসছে এবং মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে আসবে। যেহেতু **ছরকারে দোআলাম, নূরে মুজাস্সম, রাসুলে মুহ্তাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রকাশ্যে নেকীর দাওয়াত দিতে রইলেন, সেহেতু লোকেরা **তাঁর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আহ্বান শুনবে, আর শুনলে তারা মেনেও যাবে এবং **নবী করিম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিক হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

এজন্য এর প্রতিবন্ধকতার একটি মাত্র ধরণ রয়েছে, আর তা হল আমরা **শাহে খাইরুল আনাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালভাবে দুর্নাম করে দেব, যাতে লোকেরা তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ঘৃনা করবে এবং শুরু থেকে তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথাও শুনবে না এবং প্রকাশ্য যে, যখন কথা শুনবে না তখন আকৃষ্টও হবে না। অতঃপর এ মাশওয়ারার (পরামর্শ) পরে দুষ্ট কাফিররা তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **(আল্লাহর পানাহ)** পাগল, গণক এবং যাদুকর প্রসিদ্ধ করা আরম্ভ করল। কিন্তু কুরবান হোন! **মুবাল্লিগে আজম, নবীয়ে মুকাররাম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহসের উপর যে, তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের অনর্থক ও অশ্লীল কথায় বিন্দু পরিমাণ ভীত না হয়ে নেকীর দাওয়াতে মশগুল থাকেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিরুদ্ধে দুর্নাম করার যাবতীয় পদক্ষেপ চালানো হল, তারপরও **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম মুবারকের অবস্থানে বিন্দু মাত্র পদচ্যুতি আসেনি। নেকীর দাওয়াতের ধারাবাহিকতার কাজ অব্যাহত রাখেন। এ থেকে আমাদেরও এই শিক্ষা লাভ হল, যদি কেউ অপবাদ দেয়, ঠাট্টা করে, খারাপ নামে ডাকে, আমাদের আওয়াজকে নকল করে যেভাবেই কষ্ট দিক কিন্তু আমাদের সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশ ছাড়া উচিত নয়। সুন্নাতের উপর আমল করতে করতে অন্যদেরকেও নেকীর দাওয়াত পৌঁছানো উচিত। যে সাহস না হারিয়ে গন্তব্যের দিকে ছুটতে থাকে অবশেষে সে গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

তুমহি আয় মুবাল্লিগ! ইয়ে মেরী দুআ হে,
কি জাও তি তুম তরক্কী কা যিয় না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

হৃদপিন্ডের রোগ ভাল হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর দাওয়াতের আগ্রহ বৃদ্ধি করার জন্য তাবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করতে থাকুন। আপনাদের উৎসাহ ও আগ্রহের জন্য এক মাদানী বাহার পেশ করছি। বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের হৃৎপিন্ডে ব্যথা হল, ডাক্তার বলল যে, আপনার হৃৎপিন্ডের দুইটি নালী বন্ধ রয়েছে, এনজিও গ্রাফী **(ANGIOGRAPHY)** করুন। চিকিৎসায় হাজার হাজার টাকা খরচ আসছিল, এ বেচারা গরীব ভীত হয়ে গেল। এক ইসলামী ভাই তাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করে তাতে দোআ করার তারগীব (উৎসাহ) দেয়, অতঃপর সে তিন দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়, ফেরার সময় শরীরকে ভাল পেল। যখন পরীক্ষা করল তখন সব রিপোর্ট সঠিক ছিল। ডাক্তার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল: তোমার হৃৎপিন্ডের বন্ধ দুই নালী খুলে গিয়েছে, এটা কিভাবে হল? জবাব দিল اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় সফর করে দোআ করার বরকতে আমার হৃৎপিন্ডের রোগ থেকে মুক্তি লাভ করলাম।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো,
শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
দিল মে গর দরদ হো ডর ছে রুখ যারদ হো,
পাওয়ো গে রাহাতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

রাসুলুল্লাহ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:**“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

আহ! আমাদের **মক্কী মাদানী ছরকার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে কত জুলুম সহ্য করেছেন। জোর জবরদস্তীর প্রভাব ও গভীর অন্ধকারের মধ্যেও কখনো তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের অবস্থান থেকে পিছু হটেন নি। কুখ্যাত কাফিরদের জুলুম নির্যাতনের একটি ঘটনা পড়ুন এবং অস্থির হোন!

কাফিরদের ভিড়ের মধ্যে......

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: দুষ্ট কাফিররা একবার **দয়ালু নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ঘিরে ফেলল। তারা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে হেঁচড়াচ্ছি আর ধাক্কা মারছিল এবং বলেছিল: তুমি ঐ ব্যক্তি যে শুধু এক মাবুদের ইবাদতের হুকুম দিচ্ছ। হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم (যিনি ঐ সময় বয়সে কম ছিলেন) বলেন: এর মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বীরত্বের সাথে আগে আসেন এবং কাফিরদের প্রহার করে তাড়িয়ে দিয়ে **ছরকারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেন এবং **প্রিয় আক্বা, দয়ালু নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ঐ যালিমদের ভিড় থেকে বের করে আনেন। ঐ সময় হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর পবিত্র জবানে ২৪ পারার সূরা মুমিনের ২৮ নং আয়াত জারী ছিল:

اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা একজন লোককে কি এ জন্যই হত্যা করছো যে, সে বলে আমার প্রতিপালক **আল্লাহ,** অথচ নিশ্চয় সে সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নিয়ে এসেছে?

www.AmarIslam.com

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

এখন অসভ্য কাফিররা হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে ধরে ফেলল। তাঁর পবিত্র মাথা এবং দাঁড়ি মুবারকের অনেক চুল নখে আচড়াতে থাকে এবং মেরে মেরে তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে চরম আহত করে দেয়।

(শরহুস যুরকানী আলল মাওয়াহিবি ল্লাদুনিয়াহ, ১ম খন্ড, ৪৬৮-৪৭০ পৃষ্ঠা)

এমতাবস্থায় যালিম কাফিররা বড় জোরাজোরি শুরু করল। যথেষ্ট ধমক দেয় যে, যেভাবেই হোক **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসলাম প্রচার থেকে বিরত থাকে। কিন্তু আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসলামের প্রচার কাজ করতে থাকেন। যতই প্রচার কাজ বাড়তে থাকে, ততই অসভ্য কাফিরদের রাগ ও হিংসার মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা সর্বদা **মাহে রিসালাত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দেওয়ার জন্য বসে থাকত।

চাদরের ফাঁদ

অকর্মা কাফিররা একবার কা'বা শরীফের ছায়ায় বসেছিল এবং **ছরকারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (মকামে ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকটে) নামাজে মশগুল ছিলেন। ওকবা বিন আবি মুয়িত নামক কাফির **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গর্দান মুবারকে চাদরের ফাঁদ দিয়ে নির্মম ভাবে **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র গলা টিপতে আরম্ভ করল। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ দৌঁড়ে আসলেন এবং তাকে (ওকবা ইবনে আবি মুয়িতকে) তাড়িয়ে দেন এবং **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মুখে ২৪ পারার সূরা মুমিনের ২৮ নং আয়াত জারী ছিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

اَتَقۡتُلُوۡنَ رَجُلًا اَنۡ يَّقُوۡلَ رَبِّیَ اللّٰهُ وَ قَدۡ جَآءَكُمۡ بِالۡبَیِّنٰتِ مِنۡ رَّبِّكُمۡ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা একজন লোককে কি এ জন্যই হত্যা করছো যে, সে বলে আমার প্রতিপালক আল্লাহ, অথচ নিশ্চয় সে সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নিয়ে এসেছে?

(সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৮১৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

একদা **দোজাহানের তাজেদার, নবী ও রাসুলদের সরদার, উভয় জাহানের মালিক ও মুখতার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের হুজরা শরীফ থেকে বাহিরে তাশরীফ আনেন। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে রাস্তায় যেই কাফিরের দেখা হত, গোলাম হোক কিংবা আযাদ **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দিত। (আস সীরাতুন নববীয়্যাহ লি ইবনে হাশশাম, ১১৩ পৃষ্ঠা) **আহ! ছরকারে মদীনা, দয়ালু নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বেদনাদায়ক কাহিনীর উপর অন্তরের রক্ত কান্না করে। এ পরিমাণ নির্যাতন সহ্য করার পরেও ইসলাম প্রচার এবং নামাজের কি পরিমাণ গুরুত্বারোপ **আল্লাহ! আল্লাহ!**

হারম কি ছর যমী পর আপ পড়তে থে নামায আকছর,
হামিশা উস গড়ি কি তাক মে রেহতে থে বদ-গুহর।
কুয়ী আকা কি গর্দান গুনটতা তা গস কে চাদর মে,
কুয়ী বদবখত পাথর মারতা তা আপ কে চর মে।

উটের নাড়ী ভুড়ী

একদিন **ছরকারে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কা'বা শরীফ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا এর কাছে নামায পড়ছিলেন। কুরাইশ কাফিররা এক জায়গায় বসা ছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল: তোমরা তাঁকে দেখছ?

রাসুলুল্লাহ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

পুনরায় বলল: তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, অমুখ গোত্র থেকে জবেহকৃত উটনীর নাড়ীভূড়ী উঠিয়ে আনবে এবং যখন সে সিজদায় যাবে তখন তার কাঁধের উপর রেখে দেবে? এর ভিত্তিতে দূর্ভাগা ওকবা ইবনে আবি মুয়িত উঠে চলে গেল আর উটের নাড়ী ভূড়ি নিয়ে **প্রিয় আক্বা, দয়ালু দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুই কাঁধ মোবারকের মাঝখানে রেখে দেয়। **ছরকারে দোআলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ অবস্থায় রইলেন এবং মাথা মোবারক, সিজদা থেকে উঠাননি, আর তারা সবাই অট্টহাসি দিয়ে হাসছিল। এমতাবস্থায় মা ফাতেমা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا (তাঁর বয়স সে সময় ৮ বছর ছিল) আসলেন এবং তিনি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাঁধ মোবারক থেকে দুর্গন্ধযুক্ত নাড়ীভূড়িকে উঠিয়ে নিক্ষেপ করলেন। তখন **ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের পবিত্র মাথা উঠালেন এবং নিজের প্রতিপালকের দরবারে আরজ করলেন: **হে আল্লাহ!** এ কুরাইশদের কে পাকড়াও কর। **হে আল্লাহ!** আবু জাহেল বিন হাশ্‌শাম, ওতবা ইবনে রবীয়া, শায়বা ইবনে রবীয়া, ওয়ালীদ ইবনে ওতবা, ওমাইয়া বিন খলফ এবং ওকবা ইবনে আবি মুয়িত কে পাকড়াও কর। এ হাদীস শরীফের রাবী হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমি তাদেরকে বদরের দিনে মৃত দেখেছি। তারা বদরের কুপে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪০)

না উট্ সকে গা কেয়ামত তলক খোদা কি কসম,
কে জিস কে তুম নে নজর ছে গিরা কে ছুওড় দিয়া।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনা শেষ করতে গিয়ে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত এবং আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতরূপী ফরমান হল, যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে হবে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

www.AmarIslam.com

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

সুন্নাতে আম করে দ্বীন কা হাম কাম করে,
নেক হু জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নখ কাটার ৯টি মাদানী ফুল

(১) জুমার দিনে নখ কাটা মুস্তাহাব। হ্যাঁ! যদি অতিরিক্ত বেড়ে যায়, তবে জুমার অপেক্ষা করবেন না। (দুররুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা) সদরুশ শরীয়া বদরুত তরিকা মাওলানা আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কথিত আছে, যে জুমার দিনে নখ কাটবে, **আল্লাহ তাআলা** তাকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিনদিন বেশী অর্থাৎ দশ দিন। এক বর্ণনাতে এটাও আছে যে, যে জুমার দিনে নখ কাটবে, তাহলে রহমত আসবে এবং গুনাহ দূরীভূত হবে। (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ২২৫-২২৬ পৃষ্ঠা) (২) হাতের নখ কাটার বর্ণিত পদ্ধতির সারাংশ হল: প্রথমে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলের মাধ্যমে আরম্ভ করবে ধারাবাহিকভাবে কনিষ্ঠা আঙ্গুল পর্যন্ত কাটবে। কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুলকে ছেড়ে দিন। এখন বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে আরম্ভ করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুল পর্যন্ত নখ কেটে নিন। এখন সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটতে হবে। (দুররুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৭০ পৃষ্ঠা। ইহইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা) (৩) পায়ের নখ কাটার ধারাবাহিকতা বর্ণিত নেই। উত্তম হল যে, ডান পায়ের ছোট আঙ্গুল থেকে আরম্ভ করবে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুল পর্যন্ত কেটে নিন। অতঃপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে আরম্ভ করে ছোট আঙ্গুল পর্যন্ত নখ কেটে নিন। (প্রাগুক্ত)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

﴾৪﴿ অপবিত্র অবস্থায় (গোসল ফরয হওয়ার মধ্যে) নখ কাটা মাকরূহ। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা) ﴾৫﴿ দাঁত দ্বারা নখ কাটা মাকরূহ এবং এর দ্বারা কুষ্ঠ রোগের সম্ভাবনা থাকে। (প্রাগুক্ত) ﴾৬﴿ নখ কাটার পর ঐ গুলোকে দাফন করে দিন এবং যদি নিক্ষেপ করেন তবেও ক্ষতি নেই। (প্রাগুক্ত) ﴾৭﴿ নখ কেটে বাথরুম কিংবা গোসল খানায় ফেলা মাকরূহ যে, এর থেকে রোগ সৃষ্টি হয়। (প্রাগুক্ত) ﴾৮﴿ বুধবারে নখ না কাটা চাই যে কুষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা আছে অবশ্যই যদি উনচল্লিশ দিন না কাটে। আজ বুধ চল্লিশ দিন। যদি আজ না কাটে তবে চল্লিশ দিন থেকে বেশী হয়ে যাবে, তখন তার উপর ওয়াজিব হবে যে, আজ দিনেই নখ কেটে নিবে যে, চল্লিশ দিন থেকে বেশী নখ রাখা না জায়েয ও মাকরূহে তাহরীমী। (বিস্তারিত জানার জন্য ফাতোওয়ায়ে রযবীয়াহ সংশোধিত, ২২তম খন্ড, ৫৭৪-৬৮৫ পৃষ্ঠায় দৃষ্টিদান করুন।) ﴾৯﴿ লম্বা নখ শয়তানের বৈঠকখানা, অর্থাৎ শয়তান সেখানে বসে থাকে। (ইত্তিহাফুস সাদাতু লিল যাইবিদী, ২য় খন্ড, ৬৫৩ পৃষ্ঠা) বিভিন্ন রকমের হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত দুই কিতাব **“বাহারে শরীয়াত”** ১৬তম অংশ, (৩১২ পৃষ্ঠা) ও ১২০ পৃষ্ঠার কিতাব **“সুন্নাতে আওর আদাব”** হাদিয়াসহ সংগ্রহ করুন এবং পড়ুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের এক উত্তম মাধ্যম দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো, লুটনে রহমাতে কাফিলে মে চলো।
হুগি হল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, পায়ো গে বারকাতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন। (মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :
bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net
web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

বিয়ের দাওয়াতে সাওয়াব অর্জনের মাদানী ব্যবস্থাপত্র

বিয়েতে যেখানে অনেক টাকা পয়সা খরচ করা হয়, সেখানে খাবারের দাওয়াতের মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে এক একটি **"মাদানী বস্তা"** (STALL) লাগিয়ে সামর্থ্য অনুযায়ী মাদানী রিসালা, লিফলেট এবং সুন্নাতেভরা বয়ানের ক্যাসেট সমূহ ইত্যাদি ফ্রি বন্টন করার ব্যবস্থা করে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন। আপনি শুধুমাত্র মাকতাবাতুল মদীনায় অর্ডার প্রদান করুন। বাকী কাজ اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনেরা নিজেরাই সামলিয়ে নিবে। আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

নোট: তৃতীয় দিবসে ফাতিহাখানির অনুষ্ঠান, চেহলাম, গেয়ারভী শরীফের খাবারের দাওয়াত ইত্যাদির অনুষ্ঠানেও **ইছালে সাওয়াবের** জন্য এভাবে **"লঙ্গরে রাসাইল"** এর মাদানী বস্তার ব্যবস্থা করুন। **ইছালে সাওয়াবের** জন্য নিজের মরহুম আত্মীয়দের নাম ব্যবহার করে **ফয়যানে সুন্নাত, নামাযের আহকাম** এবং অন্যান্য ছোট বড় কিতাব, রিসালা এবং লিফলেট ইত্যাদি বন্টন করতে আগ্রহী ইসলামী ভাইয়েরা মাকতাবাতুল মদীনার সাথে যোগাযোগ করুন।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬
E-mail: bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislamo.net
Web: www.dawateislami.net

www.AmarIslam.com